বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জয় বাংলা

আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনগণের প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৫০ (সাপ্তাহিক) • ২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১ এপ্রিল ২০২১ • ১২ চৈত্র ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 50 (Weekly) • 26 MARCH, 2021 – 1 APRIL, 2021 • Friday • Rs. 3.

মানুষের মহাস্রোতে ভেসে জনগণমন অধিনায়িকা বললেন

দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পাবে তৃণমূল

> বিজেপি কিছুতেই বাংলা পাবে না। কেউ কেউ ওদের নির্দেশে বলছে, ৬৮ শতাংশ ভোট পাবে। আমি বলছি, বিজেপি আট শতাংশ পাবে কিনা সন্দেহ।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

> আমি যদি নির্বাচন বুঝি তাহলে এবার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ধ্বংসাত্মক দল। তৃণমূল পবিত্র। মানুষ তাকেই চায়।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : শুধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নয়, ২৯৪ আসনের বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি কেন্দ্রে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের জন্য বাংলায় মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় ফিরছে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাক ভোট সমীক্ষায় অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরিয়েছে। কিন্তু বিজেপির পেটোয়া দুই-একটি চ্যানেল গেরুয়া শিবিরকে এগিয়ে গিয়েছে। বস্তুত সেই সমীক্ষা রিপোর্টের কথা উল্লেখ করে হলদিয়ায় জননেত্রী বলেন, "বিজেপি কিছুতেই বাংলা পাবে না। কেউ কেউ ওদের নির্দেশে বলছে, ৬৮ শতাংশ ভোট পাবে। আমি বলছি, বিজেপি আট শতাংশ পাবে কিনা সন্দেহ।" এরপরই জননেত্রীর স্পষ্ট ঘোষণা, "আমি যদি নির্বাচন বুঝি তাহলে এবার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ধ্বংসাত্মক দল। তৃণমূল পবিত্র। মানুষ তাকেই চায়।" জঙ্গলমহলে তৃণমূলের ফল অনেক ভাল হবে, সব আসনেই জিতবে জোড়াফুল দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, "ভোট মেশিন খুললে শুধু জোড়াফুলই বেরোবে। বিজেপি জঙ্গলমহলে এবার চোখে সরষেফুল দেখবে।" সংযুক্ত মোর্চার নামে একদল মানুষ সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। সেই বিষয়টি উল্লেখ করে জননেত্রী বলেন, "সংখ্যালঘুরা শুধুমাত্র তৃণমূলকেই ভোট দিন। বিজেপির বিরুদ্ধে জিততে পারবে একমাত্র তৃণমূলই। বাম-কংগ্রেস জোটকে দিয়ে ভোট ভাগ করবেন না।"

এবার ভোটে উত্তরের শিলিগুড়িতে রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে মহামিছিল দিয়ে কার্যত প্রচার শুরু করেন বাংলার অগ্নিকন্যা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের প্রচার শেষ করে ফেলেছেন। প্রথম দফার ভোট হবে যে সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে সেখানেও প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা সম্পূর্ণ করে দ্বিতীয় দফার বিধানসভাগুলিতে প্রচার শুরু করেছেন জননেত্রী। নেত্রীর প্রতিটি সভাই ছিল জনসমুদ্র, উপচে পড়া ভিড়ে সভায় যতদূর চোখ গিয়েছে দেখা মিলেছে শুধুই মানুষের। যে জঙ্গলমহলে লোকসভা ভোটে গেরুয়া শিবির নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছিল, সেখানে এবার বিজেপি প্রার্থীদের সভায় হাতেগোনা মানুষের দেখা মিলছে। কারণ, লোকসভা ভোটে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পদ্ম শিবির ভোট নিয়েছিল তাঁরা গত দু'বছরে সেই আশ্বাস পালন দূরের কথা, এলাকায় দেখা যায়নি। বস্তুত সেই কারণে জননেত্রীর জনসভায় স্থানীয় মানুষের ঢল বাংলার অগ্নিকন্যাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে।

হলদিয়া, খেজুরি ও পাঁশকুড়া, তিন সভাতেই নরেন্দ্র মোদিকেও জবাব দেন জননেত্রী। বলেন, "পৃথিবীর সব চেয়ে বড় তোলাবাজ পার্টি বিজেপি। দেশকে লুঠ করছে। পিএম কেয়ারের টাকা কোথায় গেল? রেল, সেল, এয়ার ইন্ডিয়া বেচে কত পেয়েছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত দল বিজেপি। নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল? প্রধানমন্ত্রী শুধু মিথ্যা কথা বলেন।" জনতার সভায় জননেত্রীর আশঙ্কা, বিজেপি অবাধ ভোট করতে দেবে না বলে চক্রান্ত করছে। গদ্দাররা প্ল্যান করেছে, বাইরে থেকে ট্রেনে করে লোক আনবে। পাড়ায় বহিরাগত দেখলে রুখে দাঁড়ান। ভোট মেশিনও পাহারা দিতে হবে ২০-৩০ জন করে।" তৃণমূলনেত্রী অভিযোগ করেন, বিরিয়ানিতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তৃণমূল কর্মীদের খাওয়ানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বলেন, "কেউ যদি বিরিয়ানি দেয় খাবেন না। ঘুম পাড়িয়ে দেবে। বমি করিয়ে দেবে। তারপর ভোট লুঠ করবে।" প্রার্থী তালিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা যেভাবে দলীয় অফিসে ভাঙচুর চালাচ্ছে সে ঘটনা উল্লেখ করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল বিজেপি। এখন শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিও ফেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এই তো দলের চেহারা।"

২০১১ সালে পরিবর্তনের পর জঙ্গলমহলেও পরিবর্তন আসে। সিপিএমের সন্ত্রাসবিধ্বস্ত এলাকা চলে যায় তৃণমূলের হাতে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি এলাকায় প্রভাব দেখায়। বিধানসভা নির্বাচনে সেই হারানো জমি যে অনেকটাই তৃণমূল পুনরুদ্ধার করেছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন জননেত্রী। ২৭ মার্চ ও ১ এপ্রিল জঙ্গলমহলে ভোট। সেই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে দলের সাফল্য নিয়ে আত্মবিশ্বাসী জননেত্রী কাঁথির সভাতেই বলেছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভোট দেখে আসছেন। এবার তৃণমূল দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পাবে। দু'দিন পরে ফের বাঁকুড়ার ইন্দাসে জনসভায় বলেন, "জঙ্গলমলে ঘুরে বুঝেছি এবার বাক্স খুললে শুধু জোড়া ফুল আর জোড়া ফুল বেরবে।" এরপর জঙ্গলমহলের গোপীবল্লভপুর থেকে লালগড়, গড়বেতা থেকে শালতোড়া, ঝালদা, রাইপুর, প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভার নামে একটার পর একটা জনসমুদ্র তৃণমূলনেত্রীর আত্মবিশ্বাস কয়েকগুণ বাড়িয়েছে।

দুয়ের পাতায়

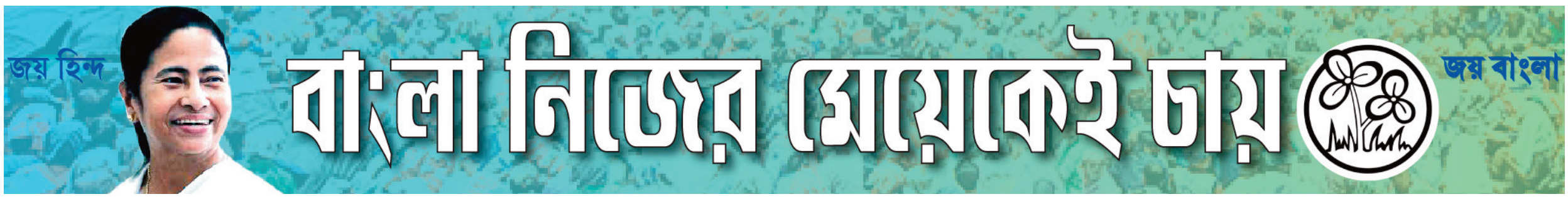

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভরসা মমতাই

‘বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়।’ ‘রব উঠেছে দিকে দিকে, সব ভোট দিদিকে।’ শুধু দেওয়াল লিখন নয়, সত্যিই বাংলার ঘরে ঘরে যুবা, মহিলা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষের মুখে একই কথা। এই কথাই সাধারণ শ্রেণী থেকে শুরু করে তফসিলি, তফসিলি উপজাতি, আদিবাসি মানুষের মুখে। ‘বঙ্গবাসী দিচ্ছে ডাক, দিদির কাছেই বাংলা থাক’...স্লোগান উঠছে হিন্দু থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু, -মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি জনগণের মুখে। জনতার বার্তা খুব স্পষ্ট। খুব পরিষ্কার বাংলার মানুষ এবারও জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বাংলার শাসন ক্ষমতায় চাইছেন। গত ১০ বছরে তাঁর নেতৃত্বের মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ তাঁর উপর ভরসা রাখছেন। তাই প্রথম রাউন্ড থেকেই এগিয়ে রয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার সর্বত্র তাঁর নির্বাচনী জনসভায় জনসুনামি তার স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁর সেনানীদের মিটিং-মিছিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান প্রমাণ দিচ্ছে, বাংলার মানুষ দিদিকেই চায়। আসলে বাংলার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। জননেত্রী বলেছেন, ‘‘মনে রাখবেন, আমি এখানে প্রার্থী। এরা না জিতলে আমি সরকার গঠন করতে পারব না। আমার ভরসা আপনারা। এবারের নির্বাচনে মা-বোনেরা লড়াই করুন। তাই বলি খেলা হবে, এবং খেলাতে এমন করে মারবেন বল যেন বিজেপিকে মাঠের বাইরে বের করে দিতে পারেন। আমাকে চমকে ধমকে লাভ হবে না। আমি বিনা যুদ্ধে একইঞ্চি জমিও দেব না।’’ সুজলা সুফলা বাংলা আজ বাস্তব। সোনার বাংলার স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়েছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। পরিবর্তনের বাংলায় সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে। বাংলার সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে। সব ধর্ম-মত, জাতি, সম্প্রদায় মিলে-মিশে মানুষ এখানে শান্তিতে বসবাস করে। এখানে গণতন্ত্র আছে। সব মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। নির্বাচন আসতেই কিছু মানুষ বাইরে থেকে এসেছে ‘বাংলা দখলে’ ঝাঁপিয়ে পড়তে। শান্তির বাংলায় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা হচ্ছে। মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। কিন্তু তারা তাতে সফল হবে না। এই বাংলায় বিজেপির কোনও স্থান নেই। একটা রাজনৈতিক দল কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দেশের বিভিন্ন ঘটনায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দলতিদের উপর অত্যাচার, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হতে দেখছি আমরা। বাংলায় এই ঘটনা ঘটতে দেওয়া চলবে না। তাই বাংলাকে রক্ষা করতে, আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা গড়তে জননেত্রীর হাত শক্ত করতে সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদেরই জেতাবে বাংলার মানুষ।

দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে, বুঝতে হবে নির্বাচন কমিশনকে

তীর্থ রায়

দেশের যে যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপর এখনও মানুষের আস্থা ও ভরসা রয়েছে তা হল, নির্বাচন কমিশন। এই নির্বাচন কমিশনকে একটি উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন প্রয়াত টি এন শেষন। দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে যে নির্বাচন কমিশনের একটি ভূমিকা থাকতে পারে তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তামিলনাড়ু ক্যাডারের আইএএস অফিসার টি এন শেষন। নির্বাচন কমিশনকে তার নিরপেক্ষতার নিরিখে শেষন যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই জায়গা থেকে প্রতিষ্ঠানটিকে নামিয়ে আনার বহু চেষ্টা বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চালিয়েছে। তবে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন যখনই কোনও যখনই মেরুদণ্ডওয়ালা লোককে শীর্ষে বসায় তখন কমিশন তার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু, কমিশনের মাথায় রাজনৈতিক দলের পেটোয়া লোকেরা থাকলে কমিশন তার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা রক্ষা করতে পারে না। জননেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছেন, ‘‘বর্তমান নির্বাচন কমিশন বিজেপির খুড়তুতো ভাই। এরা বিজেপির হয়ে কাজ করছে।’’ কমিশনের এই আচরণ দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। নির্বাচন কমিশন যদি কেন্দ্রের শাসক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে চলে, তবে গণতন্ত্র বলে কিছু থাকে না। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নির্বাচন কমিশন তার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রাখতে না পারলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে কমিশনকে এই কথাটাই সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। আজকে যদি রাজ্যে ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে গণতন্ত্র পদদলিত হবে। গণতন্ত্র পদদলিত হওয়ার পরিণতি ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতি আগামী দিন রাজ্যে এক নৈরাজ্যকে ডেকে আনতে পারে। ফলে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব অনেক। বিজেপি একটি ফ্যাসিবাদী দল। তারা ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে নানা কায়দায় দেশের গণতন্ত্রকে পদদলিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সেই কারণে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করে তারা সেগুলি নিজেদের তাঁবেতে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ্য হল, সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেওয়া। সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যেখানে বিজেপি যুগ যুগ ধরে ক্ষমতায় থাকবে। বিভিন্ন রাজ্যে এইভাবেই মোদি-শাহরা ক্ষমতা দখলের খেলায় নেমেছে। নির্বাচন কমিশনকে কলুষিত করার চেষ্টা যে অতীতে হয়নি, তা নয়। কিন্তু, মোদি-শাহরা যেভাবে নির্লজ্জের মতো নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা ও কাজে হস্তক্ষেপ করছে তা একেবারেই বেনজির। নির্বাচন কমিশনের মাথায় যে ব্যক্তি রয়েছেন তিনি আগামিদিনে থাকবেন না। কিন্তু, প্রতিষ্ঠানটি যদি মানুষের সামনে হয়ে যায়, যদি নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা মানুষের সামনে খর্ব হয়ে যায়, তাহলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে অনেক বড় বিপদ। ভারতের গণতন্ত্র কোনওভাবেই টিকবে না, তার স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাদ দিয়ে। ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ও ভারতের গণতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক জল ও মাছের মতো। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচবে না, তেমনই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা ছাড়া দেশের গণতন্ত্র বাঁচবে না। দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে যদি বিজেপি এইভাবে নিজেদের তাঁবেতে নিয়ে চলে যায়, নির্বাচন কমিশনকে যদি এইভাবে নিজেদের পুতুল বানিয়ে দেয়, তাহলে প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়, দেশে গণতন্ত্র টিকবে না। গণতন্ত্রের মৃত্যু মানে প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনেই এক বিরাট বিপর্যয়। এই বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর লড়াইকে সমর্থন করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবারের লড়াই শুধু তাঁর নিজের ভোটে জেতার লড়াই নয়। এই লড়াই তিনি লড়ছেন ফ্যাসিস্ট একটি শক্তির বিরুদ্ধে, যে শক্তি আমাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন-তেমন করে ক্ষমতা দখল করার অর্থই হল মোদি-শাহদের এই ফ্যাসিস্ট শক্তি গোটা ভারতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। কারণ, মোদি-শাহদের নীতির বিরুদ্ধে সবার প্রথমে যিনি প্রতিবাদের স্বর তোলেন, তিনি হলেন জননেত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদি-শাহরা চাইছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রতিবাদের স্বরকে কেড়ে নিতে। সেইজন্য তারা সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে বাংলাকে দখল করতে। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছে। বাংলায় মমতার জয় হবেই। নির্বাচন কমিশনকেও তার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকেও বুঝতে হবে, তাদেরও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নির্বাচন কমিশন তার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা রাখতে না পারলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ক্ষেত্রে কমিশনকে এই কথাটাই সবার আগে মাথায় রাখতে হবে। আজকে যদি রাজ্যে ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে গণতন্ত্র পদদলিত হবে। গণতন্ত্র পদদলিত হওয়ার পরিণতি ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই পরিস্থিতি আগামী দিন রাজ্যে এক নৈরাজ্যকে ডেকে আনতে পারে।

দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পাবে তৃণমূল

একের পাতার পর

তফসিলি ভোট ফেরাতে এবার ৭৯ জনকে টিকিট দিয়েছেন মমতা। পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়ের সমর্থন পেতে চান তিনি। সেই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও তিলি ও মাহিষ্য সম্প্রদায় সংরক্ষণে ছিল না। আমরা সেই সংরক্ষণ এবার করব।” শাল-মহুয়ার গাছের মাঝে জনসভায় দাঁড়িয়ে জননেত্রী জনতাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, জঙ্গলমহলে বিজেপি কী দিয়েছে? এরপরই মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, “লোকসভায় আপনারা আমাদের জেতাননি। কিন্তু যাদের জেতালেন, তারা এই দু’ বছর কোনও কাজ করেনি। বিজেপি উন্নয়ন জানে না। তারা শুধু ভাগাভাগি করে।” বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, “বহিরাগতদের এলাকায় ঢুকতে দেবেন না। প্রতিরোধ করুন। বিজেপি কেউটে সাপ। ছোবল মারে। ওদের এপ্রিল ফুল করতে হবে।” সব জনসভাতেই কীভাবে ভোট মেশিন সুরক্ষিত রাখতে হবে, তার পাঠ কর্মীদের দিচ্ছেন মমতা। এক, দুই, তিন করে কী করতে হবে অথবা হবে না, তা বোঝাচ্ছেন। তাঁর আশঙ্কা, এজেন্টদের কেনার চেষ্টা হবে। সেই প্রলোভনে কেউ যেন পা না দেন। তিনি এদিন বলেন, ‘‘সবাই মানুষের স্বার্থে দলের হয়ে কাজ করুন। যারা করবে না তাদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।”

ভোটের সময় পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, “মানুষ অনেক কষ্টে ভোট দেয়। তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। সবাই নয়, তবে অনেক পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করতে পারে। কমিশনকে দেখতে হবে মানুষ যেন নিজের ভোটটা দিতে পারে।” সাধারণ মানুষের কাছে আর্জি রেখে জননেত্রী বলেন, “আমিই ২৯১ আসনে প্রার্থী। তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়া মানে আমায় ভোট দেওয়া। তাদের না জেতালে আমি সরকার গড়তে পারব না।” এর পরই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, “দু’শোর বেশি আসন আমায় দিন। না হলে সরকারটা চালাব কী করে।” রাজনৈতিক মহল মনে করছে, জননেত্রী চাইছেন এমন মেজরিটি যাতে দল ভাঙার খেলার সুযোগ বিজেপি যেন না পায়। বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ১৪৮। তার চেয়েও অনেক বেশি আসন তিনি চান। মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক-সহ কয়েকটি রাজ্যের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর এই মন্তব্য। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে তৃণমূল ১৮৪ ও ২০১৬ সালে ২১১ আসন পেয়েছিল। টাকা দিয়ে ভোট কেনা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী রোজ অভিযোগ করছেন। বিষয়টি উল্লেখ করে জননেত্রী বলেন, “যে টাকা দিচ্ছে তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকারে ফিরে আসার পর চাকরি দেওয়া হবে।” বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এত বড় মিথ্যাবাদী জীবনে দেখিনি। দেশে গণতন্ত্র নেই। সব বিক্রি করে দিচ্ছে। চোরের দল। সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ভয়ে কেউ কথা বলতে পারে না।” দলের ইস্তাহারের উল্লেখ করে জননেত্রী জনতাকে বোঝান, “তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় না এলে বিনা পয়সায় রেশন, মুফতে শিক্ষা, চিকিৎসা–সব সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। বিজেপি কেমন শাসন দিতে পারে তার উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেছেন, ত্রিপুরার দিকে তাকান। সব নিয়োগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কিছু নেই।’’

নন্দীগ্রামের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বহিরাগতকে নয়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, বললেন অভিষেক

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : বাংলা কোনও বহিরাগতকে নয়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। বহিরাগত নেতারা আগে বাংলা বলা শিখুক তারপর বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখবেন। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের বহিরাগত তকমা সেঁটে ফের একবার কটাক্ষ করলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘সুনার বাংলা’ উচ্চারণ নিয়ে খোঁচা দিয়ে বিজেপি নেতাদের দু’মিনিট বাংলা বলার চ্যালেঞ্জ দিলেন তিনি।

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি আর বরাবাজারের জনসভায় যোগ দেন অভিষেক। বাঘমুন্ডির বাড়েরিয়া ময়দান থেকে বলেন, “ওঁরা বলছেন ‘সুনার বাংলা’ গড়বেন। এদিকে বাংলা বলতেই জানেন না। মঞ্চের ব্যানারে বাংলায় কী লেখা আছে তা বলতে পারবেন না। তাঁরা আবার সুনার বাংলার কথা বলেন। যাঁরা বাইরে থেকে প্রচারে আসছেন তাঁরা দু’মিনিট বাংলা বলে দেখান। আমি উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড হাতে এক ঘণ্টা হিন্দি বলে দেখাব।” একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আবেদন, “ওঁরা দুয়ারে ভাষণ দিচ্ছেন, আর আমরা দুয়ারে রেশন দিচ্ছি। ফলে ভোটটা কাকে দেবেন সিদ্ধান্ত আপনার। বহিরাগতদের বেছে নেবেন, না কি বাংলার মেয়েকে? সিদ্ধান্ত আপনার।”

বান্দোয়ানের বিদায়ী বিধায়ক রাজীবলোচন সোরেন। তাঁর সমর্থনে সভার পর বাঘমুন্ডির প্রার্থী সুশান্ত মাহাতোর সমর্থনে সভা করেন। তার আগে লহরিয়া মন্দিরে যান অভিষেক। পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকেও আক্রমণ করে বলেন, “আপনারা তো ভারতীয় জনতা পার্টিকে জিতিয়েছিলেন ২০১৯ সালে। আপনারা বলুন তো, ওঁকে কাছে পেয়েছেন? দুঃখে, বিপদে, করোনাকালে, আমফানে? পাননি। পাশে আছি আমরাই।’’

এবারের ভোটযুদ্ধ ‘বহিরাগত নেতা’ বনাম ‘বাংলার ঘরের মেয়ের’ লড়াই। বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা বনাম বিক্রি করে দেওয়ার লড়াই। নন্দীগ্রামের জনসভায় এবার ‘বাংলার আত্মসম্মান রক্ষায়’ এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন তৃণমূল সাংসদ তথা যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের বয়াল মাঠে তিনি ‘নন্দীগ্রামের মাটিকে প্রণাম’ জানিয়ে সভা শুরু করেন। ভূমিরক্ষা আন্দোলনের এই মাটিতেই এবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী। তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে এদিন ফের ‘গদ্দার’, ‘বেইমান’ এবং ‘মিরজাফর’ আখ্যা দেন অভিষেক। তিনি বলেন, “নন্দীগ্রাম দিল্লির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। এবারের যুদ্ধ বহিরাগত নেতা বনাম বাংলার ঘরের মেয়ের। আর বাংলা তাঁর ঘরের মেয়ের পাশেই আছে।’’ এদিন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সরাসরি ধর্মীয় রাজনীতি করার অভিযোগ করেন। নন্দীগ্রামের সভায় তাঁকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, “দু’লাখ ১৩ হাজার বনাম ৬২ হাজারের রাজনীতি আমরা করি না। ধর্মের ভিত্তিতে আমরা মানুষকে ভাগ করি না। নন্দীগ্রাম গণ আন্দোলনের মাটি। স্থানীয় মানুষের আবেগকে সম্মান দিয়েই তৃণমূল নেত্রী এখানে প্রার্থী হয়েছেন।” সভায় অভিষেক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। অভিষেকের দাবি, নন্দীগ্রামে এসে বিজেপি নেতারা ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছেন। যে যা-ই করুক শুভেন্দুর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে এখানে। গত দশ বছরের উন্নয়ন দেখেই মানুষ ভোট দেবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৬-০ আসনে জয়ী হবে। রাজ্যে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি ভগবানপুরেও এক জনসভায় অংশ নেন। দু’টি সভাতেই বিপুল জনসমাগম হয়েছিল।”

জনবিরোধী বিজেপি সব প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ

জাগো বাংলা সংবাদদাতা: প্রতিশ্রুতি পালনে চরম ব্যর্থ। ক্ষমতায় আসার পর থেকে জনস্বার্থে কোনও কাজ করেনি কেন্দ্রের সরকার। মানুষের ভোটে সরকার গড়ে একের পর এক জনবিরোধী নীতি নিয়েছে তারা। পরপর তথ্য দিয়ে কেন্দ্রের সরকারের মুখোশ খুলে দিল মা-মাটি-মানুষের দল তৃণমূল কংগ্রেস। ব্যর্থতার ট্র্যাক রেকর্ড তৈরি করে দিয়েছে তারা। ২০১৪ সালের পর থেকে পরপর কেন্দ্রের প্রকল্পগুলোর কথা যদি ধরা হয় তবেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ছবিটা। ৩০টার মতো প্রকল্পে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে কেন্দ্রের সরকার। নোটবন্দির মতো সিদ্ধান্ত প্রবল সমস্যায় ফেলে দেয় মানুষকে। বলা হয়েছিল ১৫ লক্ষ টাকা করে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। কিন্তু কেউ একটা টাকাও পাননি। এ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র ডেরেক ও’ ব্রায়েন। বলেছেন, “টুরিস্ট গ্যাং ২০২১-এর বাংলা নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। বিজেপির ট্র্যাক রেকর্ড কী? কী প্রতিশ্রুতি দেয় বনাম কতটা পালন করে? সম্পূর্ণ ব্যর্থ।”

স্কুলের মেয়েদের জন্য জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন কন্যাশ্রী প্রকল্প। কয়েক হাজার কোটি টাকা সেখানে বরাদ্দ। কেন্দ্রের প্রকল্পে এ বছর বরাদ্দ শূন্য। বরাদ্দের ৫৬ শতাংশ বিজ্ঞাপনে খরচ করা হয়েছে। ২৫ শতাংশের কম তহবিল রাজ্যগুলিকে পাঠানো হয়েছে। কৃষকদের জন্য নেওয়া প্রকল্পে রাজ্য বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের সরকার একবারের জন্যও কৃষকদের কথা ভাবেনি। প্রতি কিস্তিতে উপকৃতের সংখ্যা কমেছে। গত তিন মাসে গ্যাসের দাম ২০০ টাকা বেড়েছে। ২০২০ সালে গ্যাসের দাম কমানোর নাম করে ভরতুকি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবাস যোজনাতেও বাড়ি পায়নি বেশিরভাগ মানুষ। সাধারণ মানুষের জন্য অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার নাম করে হয়রান করা হয়েছে তাদের। কোনও অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয় না। এখনও গোটা দেশে গ্রামের বহু মানুষ শৌচালয় পাননি। অথচ, বলা হয়েছে ৯৫ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। এমন মিথ্যাচার কেন্দ্রের কোনও সরকার এখনও পর্যন্ত করেনি। বলা হয়েছিল প্রতি বছর দু’কোটি বেকারের চাকরি হবে। হয়নি। কৃষকের আয় নাকি ২০২২-এ দ্বিগুণ হবে। অথচ, মা-মাটি-মানুষের নেত্রী ইতিমধ্যে তা তিনগুণ করে দিয়েছে। সবথেকে বড় দুর্নীতি বা স্ক্যাম ছিল নোটবন্দি। বলা হয়েছিল জাল নোট ফেরানোর উদ্দেশ্য ছিল সেটা। কিন্তু তথ্য বলছে, ৯৯.৩ শতাংশ নোট ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে ফিরে এসেছে। এই তথ্যের সঙ্গেই জানা যায়, নয় কোটি টাকার জাল নোট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে গুজরাত। রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও’ ব্রায়েন তাই লিখেছেন, “ওরা প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পালন করে না।”

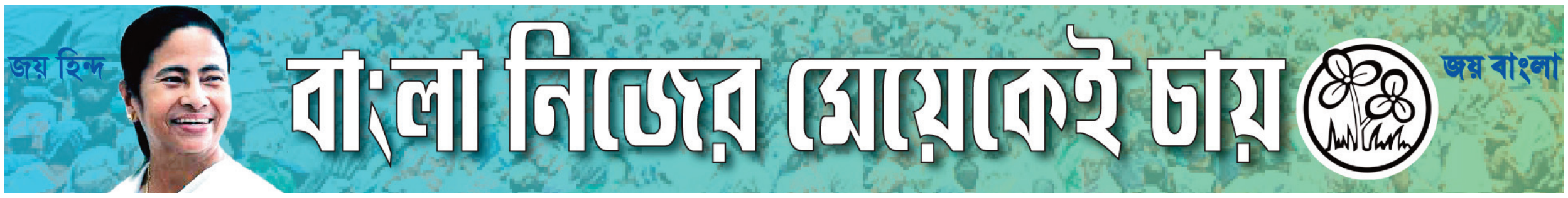

বর্গীদের রুখুন, প্রচারে সতর্ক করলেন মমতা

টাকা ঢুকছে, সীমান্ত সিল করুন

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : প্রথম পর্বের প্রচার শেষ। এই পর্ব থেকেই খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভোটের দিন চরম সন্তর্পণে বহিরাগত বর্গীদের রুখতে হবে। বাংলার মানুষকে সেই আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পায়ে মারাত্মক জখম সত্ত্বেও ঝড়ের বেগে একের পর এক সমাবেশ করলেন। সেইসব সমাবেশ থেকেই একেবারে মুখোশ টেনে খুলে দিলেন সাম্প্রদায়িক বিজেপির। তারা টাকা ছড়াচ্ছে ভোট কিনতে। সীমানা দিয়ে বহিরাগত গুন্ডা ঢুকছে। সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে এমনকী, বিজেপি মন্ত্রীর গাড়িতে টাকা ঢুকছে। শুধু তাই নয়, ভিনরাজ্যের পুলিশ দিয়ে ভোট করাতে নিয়ে আসা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। বিষয়টা কমিশনকে দেখতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে কর্মীদের বলে দিয়েছেন ভিভিপ্যাট মেশিন যেখানে থাকবে, তার বাইরে রাতপাহারা দিতে। সতর্ক থাকতে হবে। চট করে কেউ কিছু দিলে খাওয়া যাবে না।

বিজেপি টাকা ছড়াচ্ছে বলে ভিতরে ভিতরে অনেকদিনই খবর পেয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী। তাই বলে দিয়েছেন, টাকা ছড়াচ্ছে দেখতে পেলেই ধরিয়ে দিন। ধরিয়ে দিতে পারলেই সরকারে ফিরে এসে চাকরি দেওয়া হবে তাঁকে। প্রধানমন্ত্রী একেবারে সরকারি ঘেরাটোপে প্রচার করতে আসছেন। তৃণমূলনেত্রী নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন, তিনি বা অন্যরা যদি ভোটের প্রচারে সরকারি সুযোগ-সুবিধা না পান, তাহলে প্রধানমন্ত্রী কী করে সরকারি ঘেরাটোপে রাজনৈতিক প্রচার করছেন। নেত্রী বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এত বড় মিথ্যাবাদী জীবনে দেখিনি। দেশে গণতন্ত্র নেই। সব বিক্রি করে দিচ্ছে। চোরের দল। সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ভয়ে কেউ কথা বলতে পারে না।" রান্নার গ্যাসের দাম কীভাবে মাত্রাছাড়া হচ্ছে। তা নিয়েও কেন্দ্রের সরকারকে বিদ্ধ করেছেন। এর পরেই কর্মীদের সতর্ক করেছেন। তাঁর কথায়, "ভোটের কাজে দরকারে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যান। কেউ খাবার দিলে তাতে বিষ থাকতে পারে। চায়ে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিতে পারে।"

ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশা, এই তিন রাজ্যের সীমানার দিকেই নজর রাখার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। খবর রয়েছে তিন দিক দিয়েই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে গুন্ডা ঢোকানো হচ্ছে। তাদের কাজ ভোট লুঠ করা। এমনকী, কেন্দ্রীয় সরকারি গাড়ির স্টিকার লাগিয়ে টাকা আনা হচ্ছে রাজ্যে। পুরুলিয়ার তিন সভাতেই এই প্রসঙ্গ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নেত্রী। বলেছেন, "কমিশনের কাছে অনুরোধ, অবাধ ভোটের ব্যবস্থা করুন। এখুনি রাজ্যগুলির সীমান্ত সিল করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টিকার লাগানো গাড়ি করে ভিন রাজ্য থেকে টাকা আসছে। নাকা চেকিং করে ধরতে হবে।" নেত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, "রাজ্য প্রশাসন এখন নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন। যে পাঁচ রাজ্যে ভোট হচ্ছে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রশাসনিক পার্টগুলো রয়েছে, তাও কেন কমিশনের হাতে আসবে না?"

বিজেপি বাংলায় গণতন্ত্র ধ্বংস করে ক্ষমতা দখল করতে নেমেছে। তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, নিয়ম সবার জন্য এক হওয়া উচিত। রাজ্য পুলিশকে বসিয়ে কেন্দ্রীয় পুলিশকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ আনা হচ্ছে ভোট লুঠ করার জন্য। কীভাবে ভোটপর্ব পাহারা দিয়ে রাখতে হবে, সব সভাতেই বোঝাচ্ছেন নেত্রী। কীভাবে ভোট মেশিন সুরক্ষিত রাখতে হবে, তার পাঠ কর্মীদের দিচ্ছেন। এক দুই তিন করে কী করতে হবে অথবা হবে না, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। নেত্রীর আশঙ্কা, এজেন্টদের কেনার চেষ্টা হবে। সেই প্রলোভনে কেউ পা না দেয়। পুলিশের কাছে আবেদন করেছেন, "মানুষ অনেক কষ্টে ভোট দেয়। তাদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। কমিশনকে দেখতে হবে মানুষ যেন নিজের ভোটটা দিতে পারেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বলবেন, নিরপেক্ষ থাকুন। মোদিজির হয়ে কাজ করবেন না।" নেত্রীর এই সভাগুলোয় মানুষের জমায়েত চমকে দিয়েছে। একেকটা সভা ব্রিগেডের চেহারা নিয়েছে।

জেলায় জেলায় জনতার ব্রিগেড

প্রচারে ঝড়, জনসমুদ্রে জননেত্রী

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : তৃণমূলকে জয়ী করতে জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে মানুষের ব্রিগেড। মা-মাটি-মানুষের দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে মানুষ। তাই জেলায় জেলায় মানুষই জোট বাঁধছেন। সেই জোটের আহ্বান সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করার, বহিরাগতদের বাংলা ছাড়ার। প্রচারে বেরিয়ে জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন মানুষের সেই জোটকে, তারুণ্য-অভিজ্ঞতার জোটকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনই প্রত্যেক নেতা-নেত্রী সাড়া পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রচারে যেখানে বেরিয়েছেন, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানান দিয়েছে 'আমরা করব জয়'। এই বাংলায় বহিরাগত, দেশ বিক্রি করার কারিগরদের স্থান নেই।

নেত্রীর সভায় তো বটেই, দলের সব সভায় জনজোয়ার। মানুষ বুঝেছেন, নিজেদের দলকে আবার বাংলার মসনদে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। না হলে বিপদ বাংলার মানুষেরই। যেভাবে মহিলাদের অসম্মান করা হচ্ছে, তারপর এদের বাংলায় কোনওমতেই স্থান হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলকে হারানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে।

সব ধরনের মানুষ প্রচারে নেমেছেন ঘাসফুলের প্রতীকের প্রার্থীদের জয়ী করতে। মানুষ বাইরে বেরিয়ে তাঁদের পুষ্পবৃষ্টিতে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রত্যয়ী প্রার্থীরাও। জিততে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গলমহল বা অন্যত্র যেখানেই গিয়েছেন, উপচে ভরা ভিড়ে আওয়াজ উঠেছে, দেশ বিক্রি করছে যারা, বাংলায় তাদের ঢুকতে দেব না। মানুষ বলছেন, স্বাস্থ্যসাথী-কন্যাশ্রী-রূপশ্রী-খাদ্যসাথীর মতো মানবিক নানা প্রকল্পের সুবিধা চালিয়ে যেতে দরকার তৃণমূল সরকার। কোথাও জনতা নেত্রীকে দেখে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কোথাও তাঁর আহত হওয়ার খবর শুনে একটি বারের জন্য দেখতে এসেছেন, শুনতে এসেছেন তাঁর কথা। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে জনতা। জনতার উল্লাস আর স্বতস্ফূর্ততা-আবেগ বুঝিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তদের বাংলার মাটিতে স্থান নেই। জনতার জোয়ার প্রমাণ করেছে মানুষের কথা বলেন যিনি মানুষের পাশে থাকেন যিনি তিনিই নয়নের মণি।

> মা-মাটি-মানুষের দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে মানুষ। তাই জেলায় জেলায় মানুষই জোট বাঁধছেন। সেই জোটের আহ্বান সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করার, বহিরাগতদের বাংলা ছাড়ার। প্রচারে বেরিয়ে জনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন মানুষের সেই জোটকে, তারুণ্য-অভিজ্ঞতার জোটকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনই প্রত্যেক নেতা-নেত্রী সাড়া পেয়েছেন ও পাচ্ছেন।

অভিনেতা ও ঘাটালের সাংসদ দেব রোড শো করেছেন প্রত্যন্ত এলাকায়। পটাশপুরের টিকরাপাড়া থেকে ভৈরবদাঁড়ি পর্যন্ত রোড-শোয় খালি থিকথিক মাথা। সুসজ্জিত গাড়িতে রোড শো শুরু করেন। পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মালা পরানোর হিড়িক পড়ে যায়। তীব্র রোদ উপেক্ষা করে দেবের রোড শো দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায়। দেব বলেন, "সোনার বাংলা তো বানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দশ বছরে যা উন্নয়ন হয়েছে তা আগে কখনও কোনও সরকার করেছে। আপনারাই বলুন। খাদ্যসাথী থেকে স্বাস্থ্যসাথী সবটাই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে হয়েছে। কন্যাশ্রী যা বিশ্ব দরবারে সম্মান এনে দিয়েছে বাংলাকে। তাই বাংলার এই উন্নয়নকে আমাদের ধরে রাখতে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার নবান্নে পাঠাতে হবে।" মানুষের মনের কথা ছিল এটাই।

প্রচারের নানা মুহূর্ত

বাঁকুড়ার সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনতাকে অভিনন্দন। পুরুলিয়ার পাড়ার সভায়।

কোতুলপুরের ভিড়ে ঠাসা সভায় বক্তব্য রাখছেন জননেত্রী।

কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মেদিনীপুরে।

মেদিনীপুরের সভা শেষে।

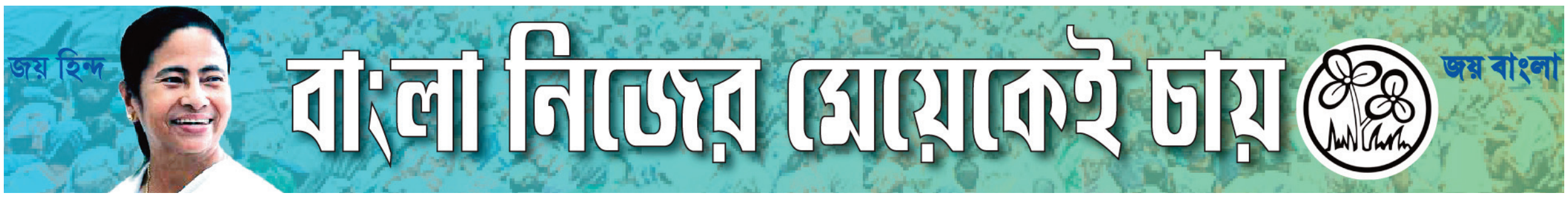

দিদির ১০ অঙ্গীকার

অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

- দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি
- ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে
- বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

- বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহায়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)।

যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

- বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

খাদ্য

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

- খাদ্যসাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা - এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ।
- বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ₹৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার।

কৃষিকাজ ও কৃষি

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে।
- নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষ যোগ জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার
- প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

শিল্প

শিল্পোন্নত বাংলা

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

স্বাস্থ্য

উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুস্থ বাংলা

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিক্যাল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

শিক্ষা

এগিয়ে রাখতে, শিক্ষিত বাংলা

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

আবাসন

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্পমূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম।

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৪×৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৫০। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 50. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**